দেশ ও কাল (Space and Time)

দেশ ও কাল কান্টের মতে অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত কোন প্রত্যয় (Concept) নয়। বরং কোন বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয় সংবেদনের মাধ্যমে মনের সংস্পর্শে আসামাত্র দেশও কালের আকারে অনুভূত হয়। দেশ ও কাল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সাধারণ ও অপরিহার্য্য আকার। এ দুটি আকারকে 'সাধারণ' বলা হচ্ছে, কেননা সরল সংবেদনই দেশ ও কালের আকার দ্বারা আমাদের কাছে হাজির হয়। আবার এ দুটিকে 'অপরিহার্য' বলা হচ্ছে, কেননা একমাত্র দেশ ও কালের আকারের মধ্যেই সংবেদনের অনুভূতি সম্ভব। 'দেশ' হল বহিরিন্দ্রিয়ের সব বস্তুর আকার, আর কাল হল অন্তরিন্দ্রিয়ের আকার। সুতরাং এই আকারদ্বয় পূর্বতঃসিদ্ধ (apriori)। বাহ্য জগতে আভাস - শূন্যতা কল্পনা করা যেতে পারে, কিন্তু দেশ-শূন্যতা কল্পনা করা যায় না। সেই রকম অন্তর বৃত্তিকে অস্বীকার করা যায়, কিন্তু কালের ধারণাকে অস্বীকার করা যায় না।

কান্টের মতে, দেশ ও কাল অখন্ড ও অবিভাজ্য। কেননা পূর্বতঃ সিদ্ধ একক দেশের পরিপেক্ষিতেই খন্ড খন্ড দেশের ধারণা আমরা পাই। কিন্তু খন্ড খন্ড দেশের প্রত্যক্ষের মধ্য দিয়ে আমরা একক দেশের ধারণা পাই না। এই পূর্বতঃসিদ্ধ আকারদ্বয় বৌদ্ধিক আকারগুলির (Categories of Understanding) পটভূমিতে অবস্থান করে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, দেশ ও কাল হল ইন্দ্রিয়ের স্তরে বিষয়গত

Scanned by CamScanner

(subjective) আকার মাত্র, মন-অতিরিক্ত কোন স্বরূপতঃ বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান আমরা এই দুই আকারের মধ্য দিয়ে লাভ করি না। তাই দেশ ও কাল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার উর্দ্ধে বাস্তব জগতে প্রযোজ্য নয়। তবে কি দেশ ও কাল অবাস্তব? এমন প্রশ্নের উত্তরে কান্ট বলেন, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার দিক থেকে দেশ ও কাল বাস্তব। কান্ট মনে করেন যে, সংবেদন অজ্ঞাত কারণ (যাকে তিনি 'স্বরূপতঃ বস্তু' বলেছেন) থেকে মনে আবির্ভূত হয় এবং বাহ্য জগতের কোন কিছুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে কিনা আমরা বলতে পারি না। সংবেদন অবিন্যস্ত বহুতা (Confused manifold) রূপে ইন্দ্রিয় শক্তিতে প্রবেশ করে, যে বহুতার মধ্যে কোন শৃঙ্খলা থাকে না। তারা সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রিয়শক্তির নিজের শুদ্ধ আকার দেশ ও কালের দ্বারা সুবিন্যস্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়ানুভবে রূপান্তরিত হয়। বুদ্ধি তার দিক থেকে এই ইন্দ্রিয়ানুভবের উপরে তার বুদ্ধির আকারগুলিকে (Categories) প্রয়োগ করে জানার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে তোলে। (empirically real)। সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে দেশ ও কালের বস্তুগত সত্যতা আছে কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীতের দিক থেকে বাস্তব নয় (Transcendentally ideal) । অর্থাৎ যদি আমরা দেশ ও কালকে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার শর্তরূপে গণ্য না করি তাহলে তাদের আরো কোন বাস্তবতা থাকে না। সে ক্ষেত্রে দেশও কাল কিছুই নয়। তাই দেশ ও কাল জ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু স্বরূপতঃ বস্তুর (thing in itself) অন্তর্ভুক্ত নয়।

দেশ-কাল ধারণার তত্ত্ববিদ্যাগত ব্যাখ্যা (Meta physical Exposition of the concept of Space time)

কান্টের 'ক্রিটিক অব পিত্তর বজন' গ্রন্থের ট্রাসসেনডেনটল এসথেটিকস অংশের প্রধান লক্ষ্য হল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে উপাদান ও আকার অংশকে বিচ্ছিন্ন করা এবং আকার অংশকে অভিজ্ঞতার অনিবার্য প্রাগ উপকরণ হিসাবেদেখানো। এই প্রসঙ্গেই তিনি দেশ-কালের তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কান্টের মতে, কোন ধারণার তত্ত্ববিদ্যাগত ব্যাখ্যা সেই ধারণাটিকে তার দ্বারাই বিশ্লে,ণ করে এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখতে চায় যে ধারণাটি অভিজ্ঞতা পূর্ব (a priori) অর্থাৎ দেশ ও কালের অভিজ্ঞতা পূর্ব হবার বৈশিষ্ট্যটি দেশ ও কালের ধারণার মধ্যেই নিহিত।

তার মতে, আমরা দু-ধরণের বিষয় পাই। যেগুলিকে আমরা বাইরে পাই, সেগুলিকে বাহ্য ইন্দ্রিয় (outer s...) বলি, আর যেগুলিকে ভেতরে পাই, সেগুলিকে 'অন্তরইন্দ্রিয়' (Inner sense) বলি। এই বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানতে পারি বস্তুগুলি 'দেশ' এ আছে। অন্যদিকে মনের মধ্যে যে ধারণাগুলি আসে, সেগুলিকে অন্তরইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানি 'কাল' এ আছে। কালকে আমরা কখনও বাইরে পাই না আবার দেশকে আমরা কখনও ভেতরে পাই না।

Scanned by CamScanner

কান্ট বলেন, 'দেশ' ও 'কাল' এর জ্ঞান একইরকমভাবে উৎপন্ন হয় না। পূর্ব থেকেই আমাদের যদি 'দেশ বোধ' বা 'কাল বোধ' না থাকতো, তাহলে দৈশিক বা কালিক পদার্থের অনুভবই সম্ভবপর হতো না। আমাদের বাহ্যানুভবে শুধু দৈশিক পদার্থটি পেয়ে থাকি। কোন না কোন স্থানে বস্তু আছে এটা বাহ্যানুভবে আমরা জানতে পারি। আমাদের দেশবোধ আছে বলেই আমাদের পক্ষে এই রকম সম্ভবপর হয়। 'দেশ' বলতে যে কি পদার্থ বোঝায়, তার কোন বোধ না থাকলে দৈশিক পদার্থের অনুভবই সম্ভবপর হতো না। সুতরাং বাহ্যিক পদার্থের অনুভব থেকে দেশবোধ জন্মায় না। প্রথম থেকেই আমাদের মনে দেশবোধ রয়েছে। তাঁর মতে, বস্তুর জ্ঞানের মত 'দেশ' এর জ্ঞান অনুভব থেকে আসেনা - আসে আমাদের ভেতরের শুদ্ধ স্বজ্ঞা (intuition) থেকে।

কান্ট দেশ - কাল এর ধারণাকে বিষয়ীগত (Subjective) বলেছেন। এখানে তাঁর চিন্তার সঙ্গে নিউটনের চিন্তার পার্থক্য ঘটেছে। নিউটন দেশকে 'বস্তুগত' (Objective) বলেছেন এবং দেশ তাঁর কাছে 'কড়াই' (Cauldron) এর সদৃশ। দেশ এর বাস্তব অস্তিত্বও তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু কান্ট বলছেন, দেশ-কাল যদি দুটি বিশাল কড়াই হয়, তাহলে তাকে আমার মনের দ্বারা জানা সম্ভব নয়। আর যদি দেশ-কালকে জানতে না পারি তবে বস্তুকেও জানতে পারবো না। আবার লাইবনিজের দেশ সম্পর্কিত বক্তব্যকেও স্বীকার করেননি কান্ট। লাইবনিজ এর মতে 'দেশ' হল বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক। কিন্ত কান্টের বক্তব্য হল ঃ বস্তুকে জানার আগেই তার অবশ্যম্ভবত্ব (necissity) হিসাবে দেশকে আমরা জানি। বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ যাকে আমরা অনুভবে পাই - তার অভাবও সহজেই কল্পনা করতে পারা যায়, কিন্তু 'দেশ' এর অভাব কল্পনা করতে পারা যায় না - এর থেকেই প্রমাণিত দেশবোধ অবশ্যম্ভব।

দেশ-কাল সম্পর্কে কান্টের অলোচনাকে স্পষ্ট করার জন্য আমরা বলতে পারি, তিনি তিনটি মূল যুক্তির উপর ভিত্তি করে তাঁর দেশ-কাল এর আলোচনাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। সেগুলি হল ঃ

১) দেশ - কাল অভিজ্ঞতামূলক কোন ধারণা নয় - বাইরে থেকে কোন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা এদের পাই না। কতকগুলি সংবেদনকে 'আমরা বাইরে' নির্দ্দিষ্ট জন্য এবং আমি যদি তাদের 'বাইরে অবস্থিত' হিসাবে দেখতে চাই, অথবা অন্যবস্তুর সম্বন্ধে দেখতে চাই - তাহলে দেশের ধারণা মেনে নিতেই হবে। সুতরাং দেশের ধারণা বাইরের বস্তুর অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায় না - বিপরীতভাবে বাইরের অভিজ্ঞতা সম্ভব হয় এই দেশের ধারণার জন্যই।

২) দেশ- কাল একটা অনিবার্য অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ ধারণা। যদিও আমরা দেশকে বস্তুশূন্য ভাবতে পারি - কিন্তু দেশ এর ধারনার অভাব ভাবতে পারি না, কারণ

Scanned by CamScanner

দেশের অভাব ভাবতে গেলে আমাদের জ্ঞানে কিছুই থাকে না। যখন অনুভবদও সব কিছুরই অভাব কল্পনা করতে পারা যায়, প্তকিন্তু 'দেশ' কাল-এর অভাব কল্পনাও করতে পারা যায় না, তখন বুঝতে হবে এরা অনুভব প্রদত্ত কিম্বা অভিজ্ঞতা প্রসূত নয় - অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষই। সুতরাং এ দুটি অবভাসের সম্ভাবনার শর্ত এবং এক অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ ধারণা যা সমস্ত বর্হি অবভাসের অন্তর্গত।

৩) দেশ-কাল কোন তর্কমূলক ধারণা নয়, অর্থাৎ বলা যায় সাধারণভাবে বস্তুগুলির সার্বিক কোন ধারণা নয় - কেবল শুদ্ধ অনুভব। কারণ প্রথমতঃ আমরা আমাদের কাছে কেবল একটি দেশ বা কালের ধারণা রূপায়িত করতে পারি, যদিও বিভিন্ন দেশ ও কালের কথা বলি, কিন্তু সেগুলিকে একটি অন্তত দেশ বা কালের অংশ বুঝি। দ্বিতীয়তঃ এই অংশগুলি একটি সর্বব্যাপী দেশ বা কালের উর্দ্ধে হতে পারে না; তারা কোন ধারণার উপাদানও নয়। বিপরীত দিকে তারা দেশ-কালের মধ্যে রয়েছে এরকম ভাবা হয়। অতএব আমরা একথা বলতে পারি যে এটি শুদ্ধ অনুভব - অভিজ্ঞতার অনুভব নয়।

Scanned by CamScanner